বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Land Port Authority
স্থলবন্দর ভবন, এফ-১৯/এ, শের-ই-বাংলা নগর
প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.blpa.gov.bd

স্মারক নং-১৮.১৫.০০০০.০০০.০২০.২৭.০০০৮.২৫-১০০

তারিখ: ৩১ বৈশাখ, ১৪৩৩
১৪ মে, ২০২৬

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, ট্রাফিক পরিদর্শক, বাল্লা স্থলবন্দর; বেনাপোল স্থলবন্দরে ১৮ নং শেডের ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, গত ০৬-০৪-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ আনুমানিক দুপুর ১:৩০ হতে ২:৩০ টা সময়ের মধ্যে কেপিআইভুক্ত স্থাপনা বেনাপোল স্থলবন্দরের ৩ নম্বর গেইট দিয়ে ৬টি কাপড়ের বস্তা পাচারের সময় আটক করা হয়। আটককৃত ৬টি কাপড়ের বস্তা বন্দরের ১৮ নং শেডে বিধিবর্হিভূতভাবে তিনি সংরক্ষণ করেন;

যেহেতু, আটককৃত পণ্যগুলো বন্দরের ১৮ নং শেড হতে বের হয়েছে এবং সেগুলোর কোন কাগজপত্র/ডকুমেন্টস নেই। আটককৃত পণ্য/কাপড় ইতঃপূর্বে আনলোকৃত কোন পণ্যচালানের সাথে ঘোষণার অতিরিক্ত এসেছে এবং তা শেডে তিনি গোপনে সংরক্ষণ করেছেন মর্মে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

যেহেতু, শেড হতে পণ্যগুলো পাচারের পর সেগুলো বিক্রির জন্য জনৈক বাবুল লস্কর ও জনৈক মোঃ সোহাগ হোসেন এর সাথে তার যোগসাজশের সত্যতা পাওয়া যায়;

যেহেতু, বেনাপোল স্থলবন্দরের ১৮ নং শেড হতে ৬টি কাপড়ের বস্তা পাচারকালে আটকের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) জনাব সৈয়দ শামসুল আলম মহাম্মদ খালিদ এর দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়টি তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরের ০৭-০৪-২০২৫ খ্রিঃ তারিখের ১৮.১৫.৪১৯০.০২৫.০০.৩০৯.২৪.২১৫ নং স্মারকে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটির দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে বন্দরের ১৮ নং শেড হতে পণ্য পাচারের ঘটনায় শেড ইনচার্জ হিসেবে তার সরাসরি জড়িত থাকার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

যেহেতু, জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, ট্রাফিক পরিদর্শক এর এহেন কার্যকলাপ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা-২০০৪ এর প্রবিধি ৪০(ক) (খ) ও (চ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'দায়িত্ব পালনে অবহেলা', 'অসদাচরণ' এবং 'চুরি, আত্মসাৎ ও প্রতারণা' এর শামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার উক্তরূপ কার্যকলাপের কারণে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ (ক), (খ) ও (চ) অনুযায়ী যথাক্রমে দায়িত্ব পালনে অবহেলা', 'অসদাচরণ' এবং 'চুরি, আত্মসাৎ ও প্রতারণা' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এ কর্তৃপক্ষের ১৪-০৫-২০২৫ খ্রিঃ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০০০.০২০.২৭.০০০৮.২৫.১১৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৫/২০২৫) সূচিত হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগনামার জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করলে গত ১৪-০৭-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং আনীত অভিযোগ গুরুদন্ড আরোপযোগ্য হওয়ায় অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, ট্রাফিক পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তক্রমে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য এ কর্তৃপক্ষের ২৩-০৭-২০২৫ খ্রিঃ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০০০.০২০.২৭. ০০০৮.২৫.১৯৭ নং স্মারকে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (বোর্ড) চঃ দাঃ জনাব আবদুল জলিল-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

CamScanner

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, ট্রাফিক পরিদর্শক -এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ অভিযোগ গুরুতর ও গুরুদন্ড প্রদানযোগ্য বিধায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪১ (১)(খ) এর বিধান মোতাবেক কেন চাকুরি হতে বরখাস্ত অথবা অন্য কোনো গুরুদন্ড আরোপ করা হবে না সে বিষয়ে এ কর্তৃপক্ষের ৩১-০৩-২০২৬ খ্রিঃ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০২০.২৭.০০০৮.২৫-৬২ নং স্মারকে তাকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। তিনি ০৮-০৪-২০২৬ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং ২য় কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, ট্রাফিক পরিদর্শক -কে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪১(১)(খ)(অ) অনুযায়ী "নিম্নতর বেতনক্রমে অবনত" করার গুরুদন্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু এক্ষণে, অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, ট্রাফিক পরিদর্শক-কে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪১(১) (খ) (অ) মোতাবেক "নিম্নতর বেতনক্রমে অবনত" করার গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৪/০৫/২০২৬
মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান
চেয়ারম্যান
ফোন : ০২-৪১০২৫৩৪৮
E-mail: chairman@blpa.gov.bd

স্মারক নং-১৮.১৫.০০০০.০০০.০২০.২৭.০০০৮.২৫-১০০

তারিখ: ৩১ বৈশাখ, ১৪৩৩ / ১৪ মে, ২০২৬

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন/উন্নয়ন/ ট্রাফিক), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
২। পরিচালক (হিসাব/ ট্রাফিক/অডিট), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৩। পরিচালক (ট্রাফিক), বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর।
৪। সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা;
ওয়েবসাইটে (www.blpa.gov.bd) যথাযথভাবে প্রকাশের অনুরোধসহ।
৫। জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, ট্রাফিক পরিদর্শক, বাল্লা স্থলবন্দর, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
(প্রাক্তন কর্মস্থল-বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর)।

১৪/০৫/২৬
শহিদুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ০২-৪১০২৫৩০৫
E-mail: directoradmin@blpa.gov.bd